যুগান্তর

তারিখ ... 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগামহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

চাকরি রক্ষা ও পুনরুদ্ধার কমিটির সংবাদ সম্মেলন

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে লাগামহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়টির চাকরিচ্যুত সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংগঠন 'চাকুরি রক্ষা ও পুনরুদ্ধার কমিটি' ওই অভিযোগ করে। এতে তারা দাবি করেন, বর্তমান প্রশাসন একটি দলবাজ, পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিবাজ প্রশাসন। সরকারি আর্থিক বিধিমালা লঙ্ঘন করে দলীয় লোকদের কোটি কোটি টাকা ঋণ প্রদান, দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের জন্য গাড়ি কেনা, ট্রেজারারের জন্য বিলাসবহুল বাড়িভাড়া, এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে সাংগঠনিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি এবং জ্বালানি ব্যবহার, রহস্যজনক কারণে টেন্ডার ছাড়া বিভিন্ন কাজ প্রদান, কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া ফাইল নোটের মাধ্যমে এক সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ফাহিমা সুলতানাকে রেজিস্ট্রারের (চলতি দায়িত্ব) পদে বসানোসহ হেন কাজ নেই যা তারা করছেন না। তাদের দাবি মতে, স্বেচ্ছাচারিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, সর্বশেষ তারা আদালতের নির্দেশনা ও বিচারাধীন মামলা উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর আগে তুঘলকি কায়দায় ১৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করে একই বৈঠকে আবার তাদের বহাল করেছেন। এভাবে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। অথচ ১২ লাখ ছাত্রছাত্রীর একাডেমিক উন্নয়ন, সেশন জট নিরসন বা বলেজগুলোর একাডেমিক উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় এমন সব কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা আরও দাবি করেন, বর্তমান প্রশাসনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। যে কারণে সরকারদলীয় গাজীপুর-১ আসনের এমপি আকম মোজাম্মেল হক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুজন কর্মকর্তা ও শিক্ষক বর্তমান ভিসিসহ তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পৃথক ৩টি মামলা পর্যন্ত করেছেন, যা বর্তমানে তদন্তাধীন আছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রশাসন যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা তাদের অধীনে কোনভাবেই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে তাঁরা দাবি করে বলেন, বর্তমান ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারসহ তাদের সহযোগীরা সব বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। যারা সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নে সততা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, তাদের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য জনবল নিয়োগের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগসংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নতুন কোন নিয়োগ-প্রক্রিয়া আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারা আরও হুঁশিয়ারি দেন, এ অবস্থায় নতুন জনবল নিয়োগ নিয়ে অনাগতদের অন্ধকার ভবিষ্যতে ভয়াবহ কোন আইনি জটিলতার মুখে ফেলে দেয়া হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হচ্ছে— উচ্চ আদালতে বিচারাধীন বিভিন্ন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নিয়োগ-প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা, সাবেক রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন ও বর্তমান রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) ফাহিমা সুলতানাসহ ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা ও বর্তমান ভিসি-প্রোভিসি ও ট্রেজারারের চাকরির মেয়াদ আর মাত্র ৫ মাস বাকি থাকায় এই শেষ সময়ে কোন রকম অবৈধ নিয়োগ-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট না হওয়া। তারা বলেন, তাদের দাবি মানা না হলে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চাকুরি রক্ষা ও পুনরুদ্ধার কমিটির সদস্য সচিব মিয়া হোসেন রানা। এ সময় আহ্বায়ক নূরুল আমিন, ড. শাহ আলম, ড. পীর মনজুর মাহমুদ, সালেহা বেগম লিপি, আবু হানিফ খন্দকার, আকরাম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।